Released
20-11-1937

(5) Malabadal

কালী ফিল্মসের নবতম নিবেদন

"কণ্ঠ-সংসদ"

তৎ সহ—

সুবোধ রায়ের হাসির ফোয়ারা

"মালা বদল"

চিত্র-পরিবেশক : রীতেন এণ্ড কোং

শুভ-উদ্বোধন : শনিবার, ২০শে নবেম্বর ১৯৩৭

উত্তরা

পরশুরামের
সেই বিখ্যাত চরিত্র লিপি
পরশুরামের
সেই বিখ্যাত চরিত্র লিপি
সংসদের সভ্যগন
নকুড় মামা:
ললিত মিত্র
টুনিদি
ঊষা দেবী
পদ্ম মধু:
চিত্রা দেবী
খুকু:
আত্রেয়ী সেন
বিদ্যুৎ লতা:
পদ্মাবতী
কেষ্ট:
তারা মুখার্জ্জি
বিগলিত ব্যানার্জ্জি
বিজয়নারায়ণ মুখার্জ্জি
পেলব রায়:
সত্যব্রত রায়
অকিঞ্চিতকর:
সন্তোষ চাটার্জ্জি
শিহরণ:
শচীন ঘোষ
হুতাশ হালদার
নরেশ বসু
দোদুল দে:
সুরেন ভৌমিক
লালিমা পাল (পুং)
মিছরী মিত্র
করুণা বসু
সুখময় সেন
সভাপদপ্রার্থী:
দেবী ব্যানার্জ্জি
নকুড়ের বন্ধু:
ধীরেশ মজুমদার
ভুবন বাবু:
গগণ চাটার্জ্জি
উচ্চুক:
হরিপদ চাটার্জ্জি
ললিত:
শৈলেন চাটার্জ্জি
কালী ফিল্মসের
কচি সংসদ
হাসির নক্সা

প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর

প্রযোজনায়—

কচি-সংসদ্

পরিচালক : জ্যোতিষ মুখার্জ্জি

গল্প-গঠন ও গীতিকার : **সুবোধ রায়**

প্রধান যন্ত্র-শিল্পী : **মধু শীল**

আলোক-চিত্রী : বিভূতি লাহা

শব্দধর : **যতীন দত্ত**

সঙ্গীত-পরিচালক : **হরিপ্রসন্ন দাস**

রসানাগারাধ্যক্ষ : **কৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জ্জি**

আলোক-সম্পাতকারী :

সুরেন চ্যাটার্জ্জি

স্থির-চিত্র-শিল্পী : **বিভূতি চ্যাটার্জ্জি**

প্রধান ব্যবস্থাপক : **সতীশ সরকার**

শিল্প-নির্দ্দেশক : **পরেশ বসু**

সম্পাদক : **সন্তোষ গাঙ্গুলী**

রূপ-শিল্পী : **পঞ্চানন দাস**

তত্ত্বাবধায়ক : **জয়নারায়ণ মুখার্জ্জি**

— সহকারী —

পরিচালনায় :

স্নেহময় ব্যানার্জ্জি

শব্দ-শিল্পে :

বিমল চাক্‌লাদার ও জিতেন ব্যানার্জ্জি

রসায়নাগারে :

ননী চ্যাটার্জ্জি, গোপাল গাঙ্গুলী, শৈলেন ঘোষাল, সুশীল গাঙ্গুলী, ধীরেন দাস, জীবন ব্যানার্জ্জি।

পরশুরাম বিরচিত

কচি-সংসদ্

"বিচিত্র এ বিশ্বমাঝে বৈচিত্রেরই লীলা বয়ে যায়!"

দেশে ক্রমেই কচি ও কাঁচার দল বেড়ে চলেছে। সময় থাক্‌তেই তাঁদের সুবুদ্ধি হওয়া দরকার—নইলে "কচি-সংসদ্"এর প্রেসিডেন্ট কেষ্টর মত তাঁদের হাস্যকর দুরবস্থা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়! কেষ্টর কাহিনী শুন্‌তে চান? তবে বলি শুনুন।

কাশীর বিখ্যাত যাদব ডাক্তারের ছেলে কেষ্ট যখন পিতৃহীন হ'ল তখন তার বয়স চব্বিশ কী পঁচিশ। বাপের অগাধ সম্পত্তি—কিন্তু কিছুতেই বিয়ে কোর্‌তে রাজী হ'ল না। বিষয়-আশয়ের দিকেও নজর তেমন ছিল না।

খেয়ালমত দিনকতক ছবি আঁক্‌লে, তারপর আমসত্ত্বর কল কোরে কিছু টাকা ওড়ালে—অবশেষে কোল্‌কাতায় গিয়ে কতকগুলো ছোঁড়ার সর্দ্দার হ'য়ে একটা সমিতি খুল্‌লে।

এই সমিতির সেক্রেটারী শ্রীমান্ পেলব রায়। তার পিতৃদত্ত নাম ছিল প্যালারাম। বি, এ পাশ করার পর সে মধুপুরে আশু মুখুয্যেকে গিয়ে ধর্‌লে যে, ইউনিভারসিটি সার্টিফিকেটে তার নাম বদ্‌লে পেলব রায় কোরে দিতে হবে; সার আশুতোষ এক ভলুম্ এন্‌সাইক্লোপিডিয়া নিয়ে তাড়া কোর্‌লেন। সেই থেকে ডিগ্রির মায়া ত্যাগ কোরে সে নিছক পেলব রায় হ'য়েছে।

কেষ্টর আপন মামা ডুম্‌রাওনের মক্কেলহীন মোক্তার নকুড় চৌধুরী। ইনি সম্পর্ক নির্ব্বিশেষে সকলেরই সরকারী মামা। কেষ্ট কোল্‌কাতায় এসেছে এই খবর পেয়ে কোল্‌কাতার ব্রজেন উকিল কেষ্টর সঙ্গে দেখা কোর্‌তে গেলেন—কিন্তু দেখা হ'ল নকুড়-মামার সঙ্গে। কেষ্টর কথা জিজ্ঞাসা করায় নকুড়-মামা বিরক্তি মিশ্রিত অপরূপ ভঙ্গিতে ও ইঙ্গিতে পাশের ঘর দেখিয়ে দিলেন। আড়াল থেকে ব্রজেনবাবু অবাক হ'য়ে দেখলেন যে,

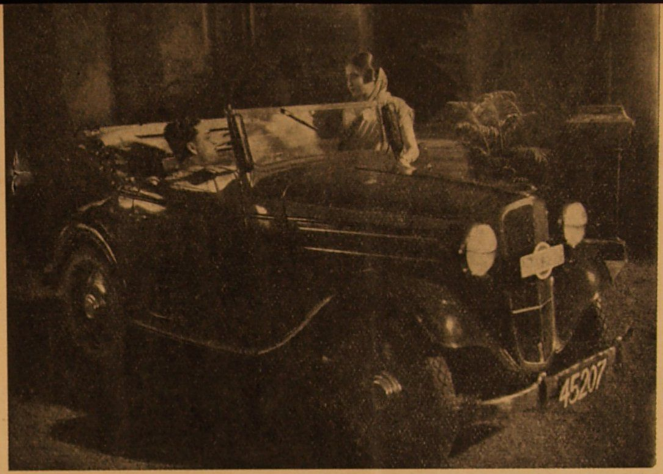

পাশের ঘরে "কচি-সংসদ্"এর অধিবেশন চল্‌ছে। একটি নতুন 'কচি' দীক্ষিত হ'চ্ছে। সে শপথ কোর্‌ছে ষোলটি: 'কখনও গোঁফ কিংবা দাড়ী রাখব না, 'চুল ছোট কোরে ছাঁটব না'—ইত্যাদি। এরপর নাকি ষোল কাপ চা উড়বে ও ষোল টিন সিগারেট পুড়্‌বে।

এদিকে কেষ্ট একদিন কোলকাতায় ভুবনবাবুর বাড়ী গিয়ে হাজির। যাদববাবু বেঁচে থাক্‌তে কথা দিয়েছিলেন যে, এই ভুবনবাবুর বোন পদ্মমধুর সঙ্গে কেষ্টর বিয়ে দেবেন! ভুবনবাবু ছিলেন অতিশয় ভাল মানুষ—যেন স্থানু ইঞ্জিন; আর তাঁর স্ত্রী টুনিদিদি রীতিমত করিৎকর্ম্মা—এই ইঞ্জিনের ষ্টিম্। কেষ্টকে দেখে ভুবনবাবু ঠিক কোরেছিলেন সে নিশ্চয়ই পদ্মকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। কিন্তু টুনিদি'র মনে এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল এবং অবশেষে দেখা গেল টুনিদি'র অনুমানই ঠিক। কারণ, বিয়ের প্রস্তাব করাতে কেষ্ট নাটকীয়-ভঙ্গিতে "কচি-সংসদ্"এর নিয়মাবলী বের কোরে "*Vide* শপথ নং ১৬" বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে এখানে বলে রাখা

ভাল, সংসদের শপথ নং ১৬ হ'চ্ছে : "কোন বিশেষ তরুণীকে বিবাহ না কোরে বিশ্বতরুণীর উদ্দেশ্যে হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন কোর্‌ব।"

তারপর দেখা গেল, "কচি-সংসদ্"এর এক জরুরী অধিবেশন। কেষ্ট বোম্বাইয়ে যাচ্ছে—তাই সংসদের সভ্যরা তাকে অপরূপ গদ্যে ও পদ্যে বিদায়-অভিনন্দন জানাচ্ছে। যাবার সময় কেষ্ট বলে গেল যে, সে

বোম্বাইয়ে ফিল্মশিল্প শিখ্‌তে যাচ্ছে এবং ফিরে এসেই "কচি-সংসদ্"এর একটা ফিল্ম তুল্‌বে।

এর কিছুদিন পরে টুনিদি' পদ্মর সঙ্গে একদিন ব্রজেনবাবুর বাড়ী এসে হাজির। নানা গল্পের মধ্যে কেষ্টর অদ্ভুত ব্যবহারের জন্য দুঃখ কোরে জানালেন যে, তাঁরা দারজিলিং যাচ্ছেন এবং ব্রজেনবাবুর স্ত্রী

বিদ্যুল্লতাকেও পূজার ছুটীতে দারজিলিং যাবার জন্য নিমন্ত্রণ কোরে গেলেন।

যথাসময়ে নানা মতলবের ফাঁড়া কাটিয়ে সস্ত্রীক ব্রজেনবাবু দারজিলিং হাজির। একদিন সকালে বেড়াতে বেরিয়ে ব্রজেনবাবু দেখ্‌লেন কুয়াসাচ্ছন্ন ক্যালকাটা রোডে ডুম্‌রাওণের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী নয়—পথের পাশে খাদের ধারে এক বেঞ্চিতে বসে আছেন ডুম্‌রাওণের মোক্তার ওরফে আমাদের নকুড়-মামা। তার মাথায় ছাতা, গলায় কম্ফর্টার, গায়ে ওভারকোট্, চক্ষুতে ভ্রূকুটি, মুখে বিরক্তি। আমাকে দেখে বল্‌লেন, "ব্রজেন নাকি ?"

তারপর কিছুক্ষণ পরে নকুড়-মামা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরলেন

—"এই দারজিলিংয়ে লোকে আসে কি কত্তে হ্যা? ঠাণ্ডা চাই? কল্‌কাতায় ত আজকাল টাকায় এক মন বরফ মেলে, তারই গোটা কতক টালির ওপর ওয়েলক্লথ পেতে শুলেই চুকে যায়, সস্তার শীত ভোগ হয়। উঁচু চাই—তা না হ'লে সৌখিন বাবুদের বেড়ানো হয় না? কেন রে বাপু, ছু-বেলা তালগাছ চড়্‌লেই ত হয়। যত সব হতভাগা—।"

কথায় কথায় নকুড়-মামার কাছে খবর পাওয়া গেল যে, কেষ্ট আস্‌ছে দারজিলিংয়ে বিয়ে কোর্‌তে। বিয়ে কোথায়—কার সঙ্গে তিনি তা' জানেন না। তবে ইতিমধ্যেই বরযাত্রের দল—সেই "কচি-সংসদ্" এসে নরক গুলজার কোরেছে।

নকুড়-মামার নিমন্ত্রণে ব্রজেনবাবু সন্ধ্যায় মুন্‌শাইন্ ভিলায় গিয়ে দেখে-শুনে তাঁর চক্ষুস্থির! একদিকে "কচি-সংসদ্"এর সদস্যেরা, অপরদিকে অপরূপবেশে কেষ্টর আগমন এবং তার বেশভূষা ও তার প্রেম সম্বন্ধে অপরূপতর ব্যাখ্যা।

মোদ্দাকথা জানা গেল যে, পাত্রী টুনিদি'র ভগ্নী পদ্মমধু—তবে বিয়ে হবে 'কোর্টশিপ' কোরে নয়—'হাই-কোর্টশিপ' কোরে 'ম্যাট্রিমোনিয়াল,' আর 'লীগ্যাল' এই দু' রকম অভিজ্ঞতা থাকাতে কেষ্ট ব্রজেনবাবুকেই এই হাইকোর্টের বিচারপতি মনোনীত কোর্‌লেন। এই জজের হাতে লাঞ্ছনা এবং

অবশেষে নিরুপায়ের উপায় অবলম্বন কোরে কেষ্ট কী রকম হেরে জিতলো তার বিবরণ পাবেন পর্দ্দায় ······!

সঙ্গীতাংশ

(১)

আমরা কচি ও কাঁচার দল
আমরা সবুজ আমরা অবুঝ
আমরা চির-চপল।
নিয়ম নীতির মানি না ধার
যুগ-ধর্ম্মের নব অবতার

বসনে ভূষণে নবীন ফ্যাশানে
বহাই রসের ধার,
ধরণীর হাড়ে গজাইয়া তুলি
শ্যামল দুর্ব্বাদল॥

—"কচি-সংসদের সভ্যবৃন্দ"

(২)

খোল দ্বার খোল দ্বার
ডেকে নাও অন্তর লোকে
বাহিরে রেখোনা আর।
হেরিনু যে ছবি স্বপনে
শুনেছি যে গান পবনে
ফুটাও তাহার মৌন মাধুরী
শূন্য প্রাণে আমার॥

চির পথ চাওয়া হে মোর অতিথি
আজি উৎসব পূর্ণিমা তিথি
হৃদয় আমার সেই উৎসবে
লহ পূজা উপহার॥

—"পদ্মমধু"

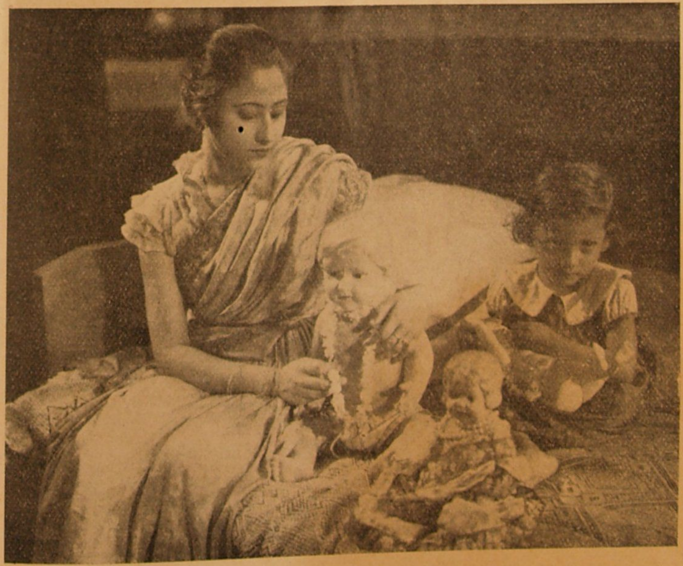

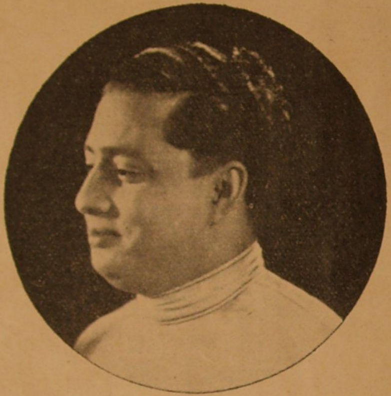

(৩)

দেখা দাও দেখা দাও পরাণ বধূ মম।
তোমারে না পেলে হায় ধরণী সাহারা সম॥
মোর লাগি যে মানসী
গড়িলে বিরলে বসি,
লুকালে তাহারে কোথা
হায় বিধি নিরমম॥
ওই ছুটি রাঙ্গা-পায় পরাণ বিকাতে চায়
নিঃস্বের লহ পূজা বিশ্ব-নায়িকা মম॥

—"কচি-সংসদের সভ্যবৃন্দ"

(৪)

ওহে সুন্দর মম লহ এ মোর
পূজার ডালা।
মোর মনের মাধুরী মিশায়ে গেঁথেছি
বনের কুসুম মালা॥
তোমার প্রেমের আলো
আমার হৃদয়ে জ্বালো
সে হোম শিখায় হউক তোমার
বন্দনা দীপ জ্বালা॥

—"পদ্মমধু"

পরিচালক : জ্যোতিষ মুখার্জ্জি   শব্দধর : মধু শীল
আলোক-চিত্রী : শ্যাম মুখার্জ্জি ও গোবিন্দ গাঙ্গুলী
সঙ্গীত-পরিচালক : জ্ঞান দত্ত   শিল্প-নির্দ্দেশক : পরেশ বসু
রসায়নাগারাধ্যক্ষ : কৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জ্জি   সম্পাদক : সন্তোষ গাঙ্গুলী
রূপ-শিল্পী : পঞ্চানন দাস   প্রধান ব্যবস্থাপক : সতীশ সরকার

— সহকারী —

পরিচালনায় : স্নেহময় দত্ত   শব্দশিল্পে : যতীন দত্ত ও বিমল চাক্‌লাদার।
রসায়নাগারে : ননী চ্যাটার্জ্জি, গোপাল গাঙ্গুলী, শৈলেন ঘোষাল,
সুশীল গাঙ্গুলী, ধীরেন দাস, জীবন ব্যানার্জ্জি।

সন্ধ্যা—চিত্রা দেবী   মালতী—সাবিত্রী

গল্পাংশ

নূতন ও পুরাতণের দ্বন্দ্বের সময়—যখন নূতনের প্রবাহ পুরাতণকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেই যুগ-সংঘর্ষের সময় অনেকেই বুদ্ধি ও ব্যবহারের সামঞ্জস্য রক্ষা কোর্‌তে পারেন না। শুধুই লঘুচিত্ত যুবজনেরা নহে, গুরুগম্ভীর গুরুজনেরাও যুগধর্ম্মের চঞ্চল প্রবাহে থাক্‌তে পারেন না—তাঁদের বুদ্ধির তরী বান্‌চাল হ'য়ে যায় এবং অবশেষে তাঁরা নিজেদের বুদ্ধির দোষে ঠকে 'এ-যুগের ছেলেমেয়েদের' তিরস্কার ও লাঞ্ছনা কোরে থাকেন। "মালা-বদল" তারই মধুর হাস্যোজ্জ্বল কাহিনী।

মহামায়া—দেববালা ভুবনবাবু—প্রফুল্ল মুখার্জ্জি

একটি অবস্থাপন্ন শিক্ষিত, আধুনিক বালিগঞ্জের ভদ্রপরিবার—বাপ (ভুবনবাবু), মা (মহামায়া) ও একমাত্র মেয়ে (মালতী)—সংসার ছিল তাদের শান্তির নীড়। ভুবনবাবু বুদ্ধিমান, শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ; ফলে মহামায়া জবরদস্ত। মহামায়া মনে করেন যে, স্বামী সমেত সংসারাটিকে তিনিই চালাচ্ছেন। ভুবনবাবু স্ত্রীর এই দুর্ব্বলতা জেনেও প্রশ্রয় দেন—অশান্তির ভয়ে।

এই অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের একমাত্র কন্যার পাণিপ্রার্থী হ'য়ে হয়তো বহু যুবকই ভুবনবাবুর বাড়ীতে যাতায়াত কোর্‌ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত নরোত্তম নামক একটি যুবকই তাঁদের সকলের প্রশ্রয়লাভ কোরেছিল। এই অবস্থায় নরোত্তম ও মালতীর অবাধ মেলামেশার ফলে তাদের দু'জনের মনেই দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে, অচিরে নিশ্চয়ই তারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবে। এমন সময় মা মহামায়া বেঁকে বস্‌লেন। নিজে তিনি কথায়-বার্ত্তায়, আচারে-ব্যবহারে অতি-আধুনিকা সাজ্‌বার চেষ্টা কোর্‌লেও এই অতি-আধুনিক নরোত্তমের অতিশয় খোলাখুলি কথা, কায়দা-দোরস্ত ভাব তাঁর অসহ্য লাগ্‌ল এবং তিনি আভাষে ইঙ্গিতে আপত্তি তুল্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু কন্যা মায়ের এভাব গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্‌ল না। উপায়ন্তর না দেখে মহামায়া দরোয়ানের উপর আদেশ জারি কোর্‌লেন—নরোত্তমকে যেন বাড়ী ঢুক্‌তে না দেওয়া হয়।

ঠিক এই সময় একদিন মালতী নরোত্তমের সঙ্গে লেকে বেড়াতে যায় এবং ফিরবার পথে সে নরোত্তমকে চায়ের নেমন্তন্ন করে। গেটে ঢুক্‌বার

মহামায়া—দেববালা

সময় নরোত্তম পাঁড়েজির কাছে বাধা পেল কিন্তু তাকে এক ধাক্কায় কুপোকাৎ কোরে ভেতরে প্রবেশ কোর্‌ল। মহামায়া এই ব্যাপার দেখে রেগে আগুন! ভুবনবাবু অতি কষ্টে তাঁকে শান্ত কোরে নরোত্তমের প্রতি তাঁর এই অহেতুক রাগের কারণ কী জিজ্ঞাসা কোর্‌লেন। কোন যুক্তি না পেয়ে জেরায় পড়ে মহামায়া বলে ফেল্‌লেন—"অমন চোয়াড়ে জামাই আমি চাই না।"

এদিকে মহামায়া কন্যার উপযুক্ত পাত্রের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। সেই অনুসারে চারজন ব্যক্তিকে মহামায়া মনোনীত কোরে স্বয়ং তাঁদের সাক্ষাৎ কর্‌বার্ জন্য ডাক্‌লেন—প্রথম একজন ব্যারিষ্টার, দ্বিতীয় এক কবি, তৃতীয় জনৈক সিনেমা বিশেষজ্ঞ এবং চতুর্থ নারায়ণ দাশগুপ্ত নামে এক প্রাচীন-পন্থী-যুবক। এদের মধ্যে 'মালা-বদল' কার সঙ্গে হ'ল পর্দ্দায় তা' দেখে আপনি অপার আনন্দ পাবেন।

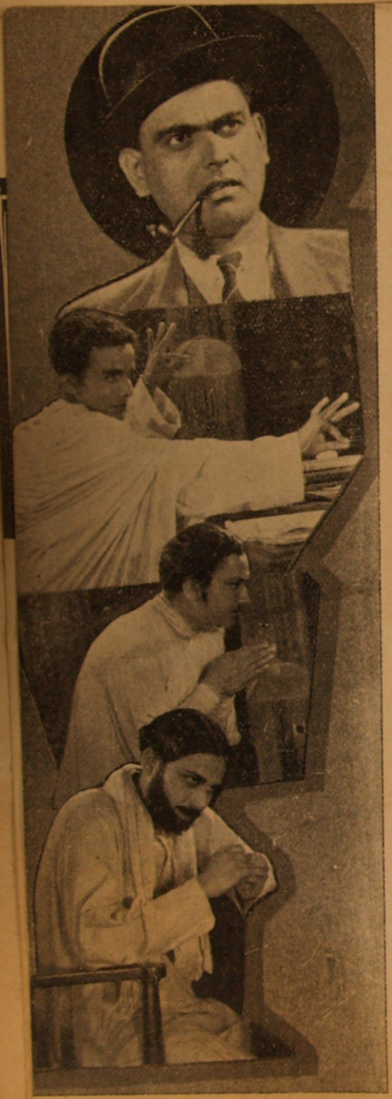

সঙ্গীত

তোমারে ভুলিব বলে যত করি অভিমান।
তোমার স্মৃতির-কাঁটা তত হৃদে হানে বাণ॥
ভোলার ভাবনা লয়ে, গেল মোর দিন বয়ে
সব ভুলে দেখি শেষে, জপিতেছি তব নাম॥
বুকের শণিতে মোর মিশায়ে নয়ন-লোর
আঁকিনু যে ছবি তাহা হ'লোনা হবেনা ম্লান॥

—"মালতী"

আমার প্রাণের ফুলবাগানে
তুমি সখী ফুলরাণী
ব্যাকুল এ মন-মৌমাছি মোর
সেথায় মধু-সন্ধানী॥
রূপকুমারী তোমার রূপে
আমার মনে চুপে চুপে
জ্বাল্‌লে আলো (তাইতো ভাল)
তোমার রূপের গুণ জানি॥
অরুণ রাঙ্গা ভোরের আলোয়
তোমার হাসির পরশ লাগে
জ্যোছনা ধারায় তারায় তারায়
তোমার রূপের স্বপন জাগে।
আমার হিয়া তোমায় ঘিরে
গুঞ্জরিয়া সদাই ফিরে
তোমার তরে রইলো পাতা
আমার বুকের ফুলদানী॥

—"সন্ধ্যা"

র হইতে ব্যারিষ্টার—এম্ ব্যানার্জ্জি। কবি—নরেশ বসু।
বিশেষজ্ঞ—জয়নারায়ণ মুখার্জ্জি। অর্দ্ধেন্দু মুখার্জ্জি (নরোত্তম)

প্রথম নিবেদন

পরিচালক ঃ
সুকুমার দাসগুপ্ত

প্রধান শব্দযন্ত্রী ঃ
মধু শীল

আলোক চিত্রী ঃ
ননী সান্যাল

সঙ্গীত পরিচালক ঃ
ভীষ্মদেব চ্যাটার্জ্জি

সুরশিল্পী ঃ
কুমার শচীন দেব বর্ম্মণ

শিল্প-নির্দ্দেশ ঃ
পরেশ বসু

রা জ গী

ভূমিকায় ঃ মেনকা
ধীরাজ, অরুণা
শৈলেন, ভবানী
মণি বর্ম্মা, সত্য
রাজলক্ষ্মী, দেববালা
হেম সেন নবদ্বীপ

* *

"শ্রী"তে
আগতপ্রায়

* *

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নূতন ধরণের 'কমেডি'

সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসব

কালী
ফিল্মসের
অনুপম
অর্ঘ্য

ভূমিকায় ঃ জীবন গাঙ্গুলী,
ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, জহর গাঙ্গুলী,
সীতা, রেখা, রেবা চ্যাটার্জ্জি,
রাণীবালা, প্রভৃতি।
পরিচালক ঃ সতু সেন

সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসব

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ও হাস্যরসে সমুজ্জ্বল

অন্যান্য চিত্রাবলী

কালী ফিল্মস্

সাবিত্রী

বিল্বমঙ্গল

ঋণমুক্তি বা নরমেধ যজ্ঞ

তরুণী ও মণিকাঞ্চন (১ম)

তুলসীদাস

পাতাল পুরী

বিরহ

বিদ্যাসুন্দর ও মণিকাঞ্চন (২য়)

প্রফুল্ল

কাল পরিণয়

অন্নপূর্ণার মন্দির ও ভোট-ভণ্ডুল

হারানিধি

মুক্তিস্নান

চন্দ্র ফিল্মস্ কোং

পরপারে

পপুলার পিকচার্স

মন্ত্রশক্তি

আবর্ত্তন হ্যাপি ক্লাব

পণ্ডিত মশাই

পায়োনীয়র ফিল্মস্

মা

দেবদাসী

তরুবালা

ডি, জি, টকিজ

দ্বীপান্তর

ফার্ষ্ট ন্যাশানাল্ পিকচার্স

সরলা

কোয়ালিটী পিকচার্স

ব্যাথার দান ও জোয়ার ভাটা

•

—আসিতেছে—

কালী ফিল্মস্

সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসব

চিত্র পরিবেশক—

রীতেন এণ্ড কোং

৬৮নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন ঃ—কলিকাতা ১০৯২-৯৩ টেলিগ্রাম ঃ—FILMASERV.

বি নান (এডভার্টাইজিং কনসালট্যাণ্ট) ১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত এবং ১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে গোষ্ঠবিহারী দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কচি-সংসদ

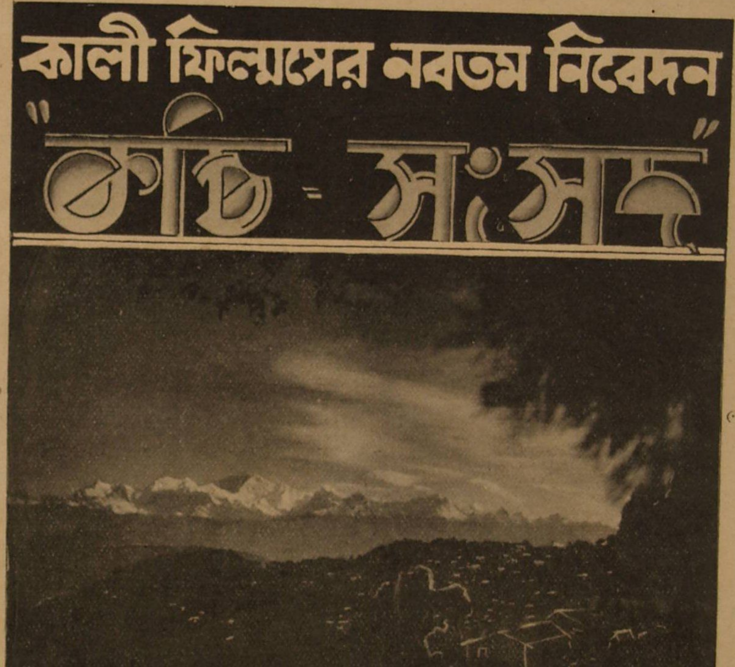

চিত্র-পরিবেশক : রীতেন এণ্ড কোং

পরশুরামের
সেই বিখ্যাত চরিত্র লিপি
সংসদের
সভ্যগন
নকুড় মামা:
ললিত মিত্র
টুনিদি
ঊষা দেবী
পদ্ম মধু:
চিত্রা দেবী
আত্রেয়ী সেন
বিদ্যুত লতা:
পদ্মাবতী
কেষ্ট:
তারা মুখার্জ্জি
বিগলিত ব্যানার্জ্জি:
বিজয়নারায়ণ মুখার্জ্জি
শিহরণ:
শচীন ঘোষ
হুতাশ হালদার
নরেশ বসু
করুণা বসু
সুখময় সেন
পেলব রায়:
সত্যব্রত রায়
অকিঞ্চিতকর:
সন্তোষ চাটার্জ্জি
দোদুল দে:
সুরেন ভৌমিক
লালিমা পাল (পুং)
মিছরী মিত্র
সভাপদপ্রার্থী:
দেবী ব্যানার্জ্জি
ভুবন বাবু:
গগণ চাটার্জ্জি
হরিপদ চাটার্জ্জি
ললিত:
শৈলেন চাটার্জ্জি
কালী ফিল্মসের
কচি সংসদ
হাসির নক্সা

প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর

প্রযোজনায়—

"কচি-সংসদ"

পরিচালক : জ্যোতিষ মুখার্জ্জি
গল্প-গঠন ও গীতিকার : সুবোধ রায়
প্রধান যন্ত্র-শিল্পী : মধু শীল
আলোক-চিত্রী : বিভূতি লাহা
শব্দধর : যতীন দত্ত
সঙ্গীত-পরিচালক : হরিপ্রসন্ন দাস
শিল্প-নির্দ্দেশক : পরেশ বসু
রসানাগারাধ্যক্ষ : কৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জ্জি
সম্পাদক : সন্তোষ গাঙ্গুলী
আলোক-সম্পাতকারী :
সুরেন চ্যাটার্জ্জি
প্রচার-শিল্পী : বিশ্বাবসু রায় চৌধুরী

প্রধান ব্যবস্থাপক : সতীশ সরকার
রূপ-শিল্পী : পঞ্চানন দাস
স্থির-চিত্র-শিল্পী : বিভূতি চ্যাটার্জ্জি
তত্ত্বাবধায়ক : জয়নারায়ণ মুখার্জ্জি

— সহকারী —

পরিচালনায় :
স্নেহময় ব্যানার্জ্জি
শব্দ-শিল্পে :
বিমল চাকলাদার ও
জিতেন ব্যানার্জ্জি
রসায়নাগারে :
ননী চ্যাটার্জ্জি, গোপাল গাঙ্গুলী, শৈলেন ঘোষাল, সুশীল গাঙ্গুলী, ধীরেন দাস, জীবন ব্যানার্জ্জি।
প্রচার-শিল্পে : রমণী ঘোষ

পরশুরাম বিরচিত

"কচি-সংসদ"

"বিচিত্র এ বিশ্বমাঝে বৈচিত্রেরই লীলা বয়ে যায় !"

দেশে ক্রমেই কচি ও কাঁচার দল বেড়ে চলেছে। সময় থাকতেই তাঁদের সুবুদ্ধি হওয়া দরকার—নইলে "কচি-সংসদ"এর প্রেসিডেন্ট কেষ্টর মত তাঁদের হাস্যকর দুরবস্থা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয় ! কেষ্টর কাহিনী শুনতে চান ? তবে বলি শুনুন।

কাশীর বিখ্যাত যাদব ডাক্তারের ছেলে কেষ্ট যখন পিতৃহীন হ'ল তখন তার বয়স চব্বিশ কী পঁচিশ। বাপের অগাধ সম্পত্তি—কিন্তু কিছুতেই বিয়ে কোরতে রাজী হ'ল না। বিষয়-আশয়ের দিকেও নজর তেমন ছিল না। খেয়ালমত দিনকতক ছবি আঁকলে, তারপর আমসত্ত্বর কল কোরে কিছু টাকা ওড়ালে—অবশেষে কোল্‌কাতায় গিয়ে কতকগুলো ছোঁড়ার সর্দ্দার হ'য়ে একটা সমিতি খুললে।

এই সমিতির সেক্রেটারী শ্রীমান্ পেলব রায়। তার পিতৃদত্ত নাম ছিল প্যালারাম। বি, এ পাশ করার পর সে মধুপুরে আশু মুখুয্যেকে গিয়ে ধরলে যে, ইউনিভারসিটি সার্টিফিকেটে তার নাম বদলে পেলব রায় কোরে দিতে হবে। সার আশুতোষ এক ভলুম্ এন্‌সাইক্লোপিডিয়া নিয়ে তাড়া

কোর্‌লেন। সেই থেকে ডিগ্রির মায়া ত্যাগ কোরে সে নিছক পেলব রায় হ'য়েছে।

কেষ্টর আপন মামা ডুম্‌রাওনের মক্কেলহীন মোক্তার নকুড় চৌধুরী। ইনি সম্পর্ক নির্ব্বিশেষে সকলেরই সরকারী মামা। কেষ্ট কোল্‌কাতায়

এসেছে এই খবর পেয়ে কোল্‌কাতার ব্রজেন উকিল কেষ্টর সঙ্গে দেখা কোর্‌তে গেলেন—কিন্তু দেখা হ'ল নকুড়-মামার সঙ্গে। কেষ্টর কথা জিজ্ঞাসা করায় নকুড়-মামা বিরক্তি মিশ্রিত অপরূপ ভঙ্গীতে ও ইঙ্গিতে পাশের ঘর দেখিয়ে দিলেন। আড়াল থেকে ব্রজেনবাবু অবাক হ'য়ে দেখলেন যে,

পদ্মমধু :- চিত্রা দেবী   টুনিদি :- উমা দেবী   বিদ্যুৎলতা :- পদ্মাবতী

পাশের ঘরে "কচি-সংসদ্"এর অধিবেশন চল্‌ছে। একটি নতুন 'কচি' দীক্ষিত হ'চ্ছে। সে শপথ কোর্‌ছে ষোলটি : 'কখনও গোঁফ কিংবা দাড়ী রাখব না, 'চুল ছোট কোরে ছাঁটব না'—ইত্যাদি। এরপর নাকি ষোল কাপ চা উড়বে ও ষোল টিন সিগারেট পুড়্‌বে।

এদিকে কেষ্ট একদিন কোলকাতায় ভুবনবাবুর বাড়ী গিয়ে হাজির। যাদববাবু বেঁচে থাক্‌তে কথা দিয়েছিলেন যে, এই ভুবনবাবুর বোন পদ্মমধুর সঙ্গে কেষ্টর বিয়ে দেবেন! ভুবনবাবু ছিলেন অতিশয় ভাল মানুষ—যেন স্থানু ইঞ্জিন; আর তাঁর স্ত্রী টুনিদিদি রীতিমত করিৎকর্ম্মা—এই ইঞ্জিনের ষ্টিম্‌। কেষ্টকে দেখে ভুবনবাবু ঠিক কোরেছিলেন সে

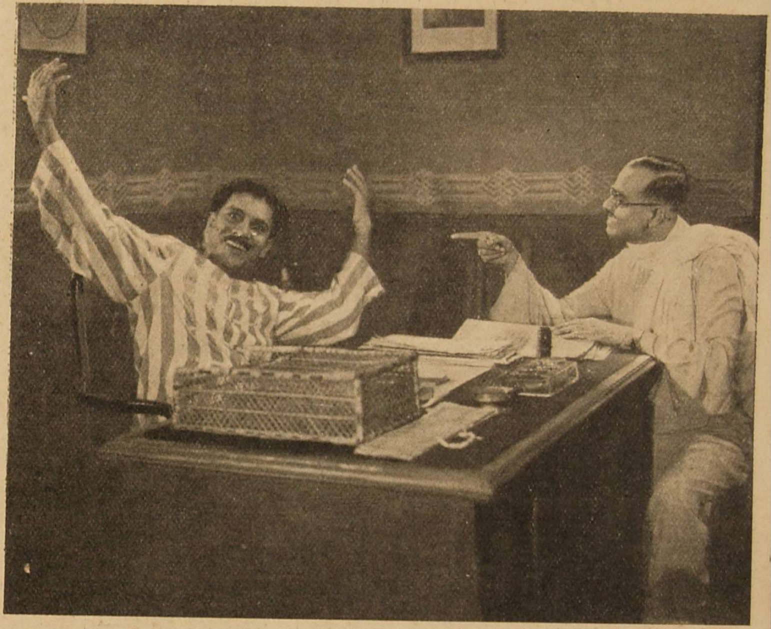

নিশ্চয়ই পদ্মকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। কিন্তু টুনিদি'র মনে এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল এবং অবশেষে দেখা গেল টুনিদি'র অনুমানই ঠিক। কারণ, বিয়ের প্রস্তাব করাতে কেষ্ট নাটকীয়-ভঙ্গিতে "কচি-সংসদ্"এর নিয়মাবলী বের কোরে "*Vide* শপথ নং ১৬" বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে এখানে বলে রাখা ভাল, সংসদের শপথ নং ১৬ হ'চ্ছে : "কোন বিশেষ তরুণীকে বিবাহ না কোরে বিশ্বতরুণীর উদ্দেশ্যে হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন কোর্‌ব।"

তারপর দেখা গেল, "কচি-সংসদ্"এর এক জরুরী অধিবেশন। কেষ্ট বোম্বাইয়ে যাচ্ছে—তাই সংসদের সভ্যরা তাকে অপরূপ গদ্যে ও পদ্যে বিদায়-অভিনন্দন জানাচ্ছে। যাবার সময় কেষ্ট বলে গেল যে, সে বোম্বাইয়ে ফিল্ম-শিল্প শিখ্‌তে যাচ্ছে এবং ফিরে এসেই "কচি-সংসদ্"এর একটা ফিল্ম তুল্‌বে।